৭

যীশুকে আমরা কিভাবে অবলোকন করব?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে অনেক সময় রিসার্চ প্রজেক্ট তৈরি করতে দেয়া হয়। তাহারা সব সময় ঐ রিসার্চ করা পছন্দ করে না। সম্ভব্য দুটি কারণ যাহা এই রিসার্চ করার ক্ষেত্রে এই ধরনের ধারণা হতে পারে। প্রথমত, রিসার্চ অনেক সময় কঠিন কাজ। কোন একজন বলেছিলেন, "আমি নিজে পড়া পছন্দ করি না, কিন্তু আমার জন্য কেহ পড়বে তাহা পছন্দ করি।" অনেক ছাত্ররা রিসার্চ করা পছন্দ করে না কিন্তু তারা রিসার্চ শেষ করা পছন্দ করে। দ্বিতীয়ত, অনেক রিসার্চ উন্মুক্ত ভাবে হয়ে থাকে। আমরা কি জানি এবং কি জানি না তাহার উপরে রিসার্চ করা হয়। আমরা যাহা জানি, তাহার অধিক সাক্ষ্য আমরা অজানা থেকে পেয়ে থাকি। একজন ছাত্র এই বলে তাহাদের রিসার্চ শেষ করতে পারে, "আমি এই রিসার্চ প্রজেক্ট শুরুর পূর্বে এই বিষয়ে কিছুই জানতাম না। এখন যেহেতু রিসার্চ শেষ করেছি, সেহেতু এই বিষয়ে আমি যাহা জানি তাহা অন্য কেহ জানেনা।" এই ধরনের উপসংহার খুবই নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক হয়ে থাকে।

আমরা সকলেই কোন কোন মূল বিষয়ের সম্পর্কে সত্য জানতে চাই। উহাদের এই উন্মুক্ত আলোচনার উপসংহারে আমরা তুষ্ট নই। এই কথা যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে বিশেষভাবে সত্য। আমরা অন্যের কাছ থেকে তাঁহার সম্পর্কে মতামত শুনতে চাই না অথবা তাঁহার সম্পর্কে অপরিষ্কার মতামতের আলোচনা শুনতে চাইনা; আমরা সত্য জানার ইচ্ছা প্রকাশ করি। আমাদের গভীরতম প্রশ্ন তাঁহার সম্পর্কে নির্দিষ্ট:

যীশু কে? সত্যিই কি তিনি ঈশ্বরের পুত্র? তিনি জীবন এবং পরিত্রাণ সম্পর্কে কি বলেছেন?

এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সত্যিকার সঠিক পুস্তক হল বাইবেল। ইহা ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছেন যেন তাঁহার শিক্ষা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি (২পিতর ১:৩)। ঈশ্বর আমাদের জন্য চান না যে আমরা যীশুকে বাদ দিয়ে জীবন পথ অতিক্রম করি। তিনি চান যেন আমরা জানি; যে তিনি কে এবং তিনি কি করতে এসেছিলেন? তিনি চান যেন আমরা তাঁহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য জানি এবং যেন আমরা আমাদের জীবন দৃঢ়তার সাথে এবং নিশ্চিত ভাবে ঐ সত্যে গড়ে তুলতে পারি।

যীশুর যথার্থ চিত্র আমরা "পবিত্র বাইবেল" হতে পাই। ইহা আমাদের দুইভাবে বলে যে তিনি কে? প্রথমত, তিনি কে তাহা আমরা দেখতে পাই যে তাঁহাকে বাক্যে কিভাবে উল্লেখ করেছে। দ্বিতীয়ত, তিনি কে তাহা আমরা দেখতে পাই তাঁহার গুনাবলী হিসেবে যে চরিত্র আছে তাহা দেখে।

আসুন আমরা সর্তকতার সাথে অবলোকন করি যে বাক্যে তাঁহাকে কিভাবে উল্লেখ করেছে। যাহাকে আমরা বিশ্বাস করি তিনি যদি একজন লোককে আমাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়, প্রচারক এবং শিক্ষক হিসেবে, তবে আমরা জানি ঐ লোকটি কে এবং কোন ধরনের লোক তিনি। "প্রচারক" এবং "শিক্ষক" শব্দ তাঁহার সম্পর্কে পৃথক চিত্র প্রকাশ করে।

যীশুর পরিচয় নিয়ে বাক্য আমাদেরকে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্বে রেখে যায় নাই। বিশেষ করে তাঁহাকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেছে যাহা কোন ভাবেই ভুল বুঝার অবকাশ নেই। যীশু কে? তাহা যখন বাক্য থেকে অধ্যয়ন করব তখন আমরা শিখব যে তিনি কে?

তিনি আমাদের উদ্ধার কর্তা

প্রথমত, বাক্য যীশুকে "উদ্ধার কর্তা" বলে সম্বোধন করেছে।

“উদ্ধার কর্তা” শব্দটি তাঁহার উপরেই ব্যবহার করা যায় যিনি অন্যদের মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

মথির লেখা জন্ম বৃত্তান্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন দূত দর্শনে যোষেফের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন, যিনি যীশুর জাগতিক পিতা হবেন। দূত বলেছিলেন,

> “যোষেফ, দায়ূদ—সন্তান, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে, তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে; আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন, এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্তা] রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন” (মথি ১:২০,২১)।

আপনি যাহা দেখতে পেলেন, যীশু যেমন-তেমন উদ্ধার কর্তা ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন বিশেষ উদ্ধার কর্তা। যদি একজন লোক জ্বলন্ত বাড়ি থেকে একটি শিশুকে রক্ষা করেন, আমরা তাহাকে উদ্ধার কর্তা বলি। যদি একজন লোক ক্ষুধার্তদের জন্য খাদ্য যোগান দান করেন, তবে আমরা তাহাকে উদ্ধারকর্তা বলি। যীশু, বাক্যানুসারে, আমাদের পাপ হতে উদ্ধার করেছেন। তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক উদ্ধারকর্তা।

প্রত্যেক দায়িত্ববান ব্যক্তি বলেন যে, তাহার একমাত্র প্রধান সমস্যা হল পাপের অপরাধ। কোন একজন বলেছিলেন যে, যদি একটি টেপ রেকর্ডার রেকর্ড করার উদ্দেশ্যে আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে আমাদের সর্ব কথা-বার্তা রেকর্ড করা হয়, তাহলে আমরা সহজে দেখতে পাব যে, আমরা পাপী। যদি আমাদের বসিয়ে ঐ সব কথা গুলি শোনান হয়, প্রতিটি উক্তির পশ্চাতের উদ্দেশ্য চিন্তা করি এবং যে সুরে কথা বলি, আমরা নিশ্চিত ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব যে, আমাদের যাহা যেভাবে বলার কথা ছিল তাহা সেই ভাবে সর্বদা বলি নাই। সেই একই ভাবে আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য আমাদের জীবনের সব কিছু ভিডিও করে রাখি। যখন আমাদের সব কাজ কর্মের সেই ভিডিও দেখব, আমরা সহজেই দেখতে পাব যে, আমরা সকলেই পাপী।

আমরা সত্য দ্বারা পরাজিত হব যে, যাহা করণীয় নয় তাহাই করেছি এবং যাহা করনীয় তাহা করি নাই। আমরা যে পাপী এই কথা বলতে এমনকি আমাদের বাইবেলের প্রয়োজন হবে না। যখন আমরা আমাদের বাক্য ও কর্ম খুব নিকট থেকে পরিলক্ষিত করি, আমরা জানি যে আমরা পাপী। বাইবেল, যাই হোক, একই ভাষায় এই সত্যকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে। পৌল খ্রীষ্টিয়ানদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "ধার্মিক কেহই নাই, এক জনও নাই" (রোমীয় ৩:১০)।

আমরা আমাদের পাপ সম্পর্কে কি করতে পারি? আমরা আমাদের নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনা। আমাদের পাপ শুধুমাত্র অন্যের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু ইহা ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও। আমাদের এই মহা সংকটে কে আমাদের সাহায্য করতে পারবে? মনোবিদ্যা আমাদের ক্ষমা দিতে পারবে না। বাস্তব চিন্তা পারবে না। যদি পাপী না বলে ভান করি তবুও আমরা উদ্ধার পাব না। তবে কি করা যাবে? আমাদের এই মর্মঘাতী অবস্থার জন্য ঈশ্বরের কাছে উত্তর হল, যীশু। যোষেফকে বলা হয়েছিল যে যীশুর নাম স্বর্গে নির্ধারিত করা হয়েছিল কারণ পৃথিবীতে যে কাজ গুলি তিনি পরিপূর্ণ করবেন। তাঁহার জন্মের সময়, দূত পলেষ্টীয়ের কোন এক পর্বতে মেষ পালকদের বলেছিলেন, "কারণ অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছেন; তিনি খ্রীষ্ট প্রভু" (লূক ২:১১)। যীশুর এই পৃথিবীতে আগমনের প্রধান কারণ হল আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করা (১করি ১৫:৩)।

নেপোলিয়নের সৈন্য বাহিনীর একজন সৈন্যের মর্মস্পর্শী কাহিনীর কথা বলা হয়েছিল। তিনি দুঃসাহসী, আনুগত্য সৈন্য ছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে, তিনি তাহার তাবুতে বসে পরিবারের প্রতি তাহার দায়িত্ব এবং পরিবারের বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে ছিলেন। তিনি একটি কাগজে তালিকা তৈরি করলেন- তিনি কত ঋণী আছেন এবং তাহার পরিবার চালানোর জন্য কত টাকা প্রয়োজন। তাহার পরিবারের খরচের জন্য এবং ঋণ পরিশোধের জন্য তাহার পর্যাপ্ত টাকা নেই এই কথা স্মরণে আসায় তিনি খুবই ভেঙ্গে পড়েন। তিনি মহা দুশ্চিন্তার মধ্যে তাহার অর্থনৈতিক তালিকার নীচে লিখলেন, "কে আছেন যিনি

আমার এই ঋণশোধ করতে পারবেন?" পরাজিত অনুভব করে তিনি তাহার বাহুতে মাথা দিয়ে শয়ন করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। সৈন্যটির অজান্তে নেপোলিয়ন তাহার সৈন্যদের অবস্থা দেখতে এবং তাহাদের শক্তি পরখ করতে তাহাদের তাবুতে আসলেন। যখন তিনি ঐ যুবক সৈন্যর তাঁবুর কাছ থেকে যাচ্ছিলেন, তিনি পরিদর্শনের জন্য ডাকিলেন, কিন্তু কোন শব্দ ঐ তাঁবু থেকে পাওয়া গেল না। তিনি কাছে গিয়ে ভিতরে তাকালেন। তিনি ঘুমন্ত সৈন্যকে দেখতে পেলেন এবং দেখতে পেলেন দুঃখ ভারাক্রান্ত সেই প্রশ্নটি যাহা কাগজটির নিচে লেখা ছিল। নেপোলিয়ন উহা তুলে নিয়ে তাহার কলম বের করে ঠিক প্রশ্নের নিচে লিখলেন, "আমি পারব" এবং উহাতে সই করলেন, "নেপোলিয়ন।"

যখন আমরা আমাদের পাপের ঋণ এবং উহা থেকে পরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাই, আমরাও কেঁদে উঠি, কে আছেন যিনি এই ঋণ শোধ করতে পারবেন? নেপোলিয়নের চেয়েও মহান একজন উত্তর দিলেন, আমি করব। যীশু পৃথিবীর উদ্ধার কর্তা, তাঁহার ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের কাছে আনয়ন করলেন।

বাইবেলে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে যে, তিনি একজন এবং একমাত্র উদ্ধার কর্তা। পিতর বলেছেন, "আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নিচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে" (প্রেরিত ৪:১২)। যদি আপনি আপনার পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে চান; যেন আপনি গ্রহণ যোগ্য হয়ে ঈশ্বরের সামনে দাড়াতে পারেন, তবে আপনাকে অবশ্যই খ্রীষ্টের কাছে আসতে হবে (যোহন ১৪:৬; মার্ক ১৬:১৬)। পবিত্র বাইবেল অনুসারে তিনিই আমাদের উদ্ধার কর্তা।

একমাত্র খ্রীষ্ট হিসেবে

দ্বিতীয়ত, যীশুকে "খ্রীষ্ট" বলা হয়, যাহার অর্থ হল অভিষিক্ত,

গ্রীক ভাষায় "খ্রীষ্ট" হল ইব্রীয় ভাষায় "মসীহ" এর সমান। নতুন নিয়ম যীশুকে প্রতীক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে যিনি ঈশ্বরের মনোনীত। ঈশ্বরের বিশেষ সেবক আসবেন বলে ভাববাদীগন ভবিষ্যৎ বানী করেছিলেনঃ

> কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটি পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; আর তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্ব ভার থাকিবে, এবং তাঁহার নাম হইবে—'আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'। দায়ূদের সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ব বৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না, যেন তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়, ন্যায়বিচারে ও ধার্মিকতা সহকারে, এখন অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত। বাহিনীগণের সদা-প্রভুর উদ্যোগ ইহা সম্পন্ন করিবে (যিশা ৯:৬,৭)।

মীখা ভাববানীতে বলেছেন, "আর তুমি, হে বৈৎলেহম—ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্র বলিয়া অগণিতা, তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্তা হইবার জন্য আমার উদ্দেশে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন; প্রাক্কালে হইতে, অনাদিকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি" (মীখা ৫:২)। নতুন নিয়ম প্রমাণ করে যে, যীশুই সেই ব্যক্তি যাহার কথা ভাববাদীগণ পূর্বে বলেছিলেন যে, তিনি আসিতেছেন।

তাঁহার জাগতিক সেবাকর্ম শেষে, যীশু তাঁহার শিষ্যদের সাথে কৈসরীয় ফিলিপীয়ের দিকে হাঁটিতেছিলেন। যখন তাহারা একত্রে হাটতে ছিলেন, যীশু তাঁহার শিষ্যদের প্রশ্ন করেন, "মনুষ্যপুত্র কে, এই বিষয়ে লোকে কি বলে?" তাঁহার শিষ্যগন উত্তরে বলেন, "কেহ কেহ বলে, আপনি যোহন বাপ্তাইজক; কেহ কেহ বলে, আপনি এলিয়; আর কেহ কেহ বলে, আপনি যিরমিয় কিম্বা ভাববাদিগণের কোন এক জন" (মথি ১৬:১৩,১৪)। তাহাদের উত্তর শেষে, যীশু জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?" পিতর তাঁহাকে উত্তর দিয়ে বললেন, "আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র" (মথি ১৬:১৫,১৬)। যীশু পিতরের উত্তরের জন্য তাহার প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন, "হে যোনার পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি! কেননা রক্তমাংস তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা প্রকাশ করিয়াছেন" (মথি ১৬:১৭)। অন্য কথায় যীশু বলেছিলেন, "পিতর, তুমি এই উপসংহারে কিন্তু মানুষের বলার উপরে ভিত্তি করে আস নাই। তুমি এই উত্তর স্বর্গীয় ঈশ্বরের নিকট থেকে

পেয়েছ।” এটাই ছিল ঐশ্বরিক প্রকাশ, মানুষের সৃষ্ট মতামত নয়।

নতুন নিয়মে যীশুকে কিভাবে সম্বোধন করেছে তাহা চিন্তা করুন। যেমন, উহা তাঁহাকে “খ্রীষ্ট” বলে সম্বোধন করেছে, তাঁহাকে চিহ্নিত করেছে নির্দিষ্ট জন, ঈশ্বরের মনোনীত জন। তিনি কোন নির্দিষ্ট জনের পূর্ব-ছায়া নয় এবং তিনিই একমাত্র নির্দিষ্ট জন। তিনি ভাববানী বলেন নাই যে, মনোনীত জন আসিতেছেন; তিনি হলেন সেই মনোনীত জনের পরিপূর্ণ যাহার সম্পর্কে ভাববাদীগণ ভাববানী করেছিলেন। তিনি শুধুমাত্র মনোনীত জনের সাথে ছিলেন না কিন্তু তিনিই ছিলেন সেই “মনোনীত জন”।

ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে

তৃতীয়ত, নতুন নিয়মে যীশুকে ঈশ্বর পুত্র হিসেবে পরিচয় করে দিয়েছে, ঈশ্বরত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি।

বাপ্তিস্ম দাতা যোহন ছিলেন যীশুর জাগতিক সেবা করার পথ প্রস্তুত করার জন্য ঈশ্বরের বাছাইকৃত। তিনি এই কার্য্য করেছিলেন মন পরিবর্তনের জন্য প্রচার করে এবং পাপ ক্ষমা করার জন্য মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম দিয়ে (মার্ক ১:৪)। যাহারা যোহনের প্রচারে মন দিয়েছিলেন তিনি তাহাদের নির্দেশনা দিতেন “মসীহ” এর প্রতি, যিনি আসিতেছেন। তাহাদের মন পরিবর্তনের এবং বাপ্তিস্মে, সকলে মসীহকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নিতে ছিলেন যখনই তিনি আসবেন (প্রেরিত ১৯:৪)। ঈশ্বর দত্ত দায়িত্ব যখন যোহন সমাপ্ত করলেন, তাহার কাছে সমস্ত যিহুদীয়া এবং যর্দনের চারপাশের এলাকার সকলে আসলেন এবং তাহার দ্বারা বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন (মথি ৩:৫)। একদিন যখন যোহন লোকদের নদীতে বাপ্তিস্ম দিতেছিলেন, যীশু যর্দন নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। যোহন, এই সময়ে যীশুই যে মসীহ তাহা নিশ্চিতভাবে জানতেন না (যোহন ১:২৯-৩১) কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, যীশু তাহার চেয়ে উত্তম লোক ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি যীশুর অনুরোধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই

বলেছিলেন, "আপনার দ্বারা আমারই বাপ্তাইজিত হওয়া আবশ্যক, আর আপনি আমার কাছে আসিতেছেন?" তখন যীশু বলেছিলেন, "এখন সম্মত হও, কেননা এইরূপে সমস্ত ধার্মিকতা সাধন করা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত" (মথি ৩:১৪,১৫)। যোহন ঈশ্বরের দেয়া কর্ম করতেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত মানব ছিলেন। যীশু এই জগতে অবস্থান কালে সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজেকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বাধ্যতার সাথে যোহনের দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন। তাঁহার পাপ ক্ষমার দরকার ছিল তাঁহার নিজের জন্য নয় অথবা মসীহ আসলে, মসীহকে গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল- তাহাও নয়। কারণ তিনিই ছিলেন মসীহ, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন যেন সমস্ত ধার্মিকতা পরিপূর্ণ হয়।

যোহন যখন জলে ডুবিয়ে বাপ্তিস্ম দিয়ে যীশুকে জল থেকে উঠাইলেন কবুতরের আকারে ঈশ্বরের আত্মা তাঁহার উপরে প্রেরণ করা হল। যখন যোহন এই আশ্চর্য কাজ দেখলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, যীশুই মসীহ (যোহন ১:৩২-৩৪)। তারপর স্বর্গ হতে এক বাণী উপস্থিত হল- ঈশ্বরের কন্ঠ- এই বলেন, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত" (মথি ৩:১৭)। নতুন নিয়মের এই বাক্যের আলোকে ঈশ্বরের দেয়া সাক্ষ্য দেখতে পাই যে, যীশু তাঁহার পুত্র।

প্রেরিত যোহন বলেছেন যে, আমাদেরকে তিনটি সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে যে, ঈশ্বরের পুত্র যীশু। তিনি বলেছেন, "বস্তুতঃ তিনের সাক্ষ্য দেওয়া হইতেছে, আত্মা ও জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই" (১যোহন ৫:৭,৮)। পবিত্র আত্মা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র, বাপ্তিস্মের পরে তাঁহার উপরে কবুতরের ন্যায় অবতরণের মাধ্যমে। পবিত্র আত্মা এই সাক্ষ্য অন্য সময়ে সু-সমাচারের মধ্যে দিয়েছেন। "জল" দিয়ে যীশুর বাপ্তিস্মকে বুঝায়, যখন পিতা স্বর্গ হতে ঘোষণা করেন যে, যীশু তাঁহার পুত্র। "রক্ত" যাহা যোহন উল্লেখ করেছেন তাহা অবশ্যই যীশুর মৃত্যুকে বুঝিয়েছেন। ক্রুশারোহনকে ঘিরে যে আশ্চর্য কাজ তাহা তাঁহার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ করে। যোহন বলেছেন, "আমরা যদি মনুষ্যদের সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য মহত্তর; ফলতঃ ঈশ্বরের সাক্ষ্য এই যে, তিনি

আপন পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন" (১যোহন ৫:৯)। যদি তিন জন সৎ লোক একত্রিত হয়ে কোন একটি সত্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করেন আমরা তাহাদের সাক্ষ্য অবশ্যই গ্রহণ করে থাকি যেমন- দেশের আইন কানুন করে থাকে। তবে আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষ্য কতইনা অধিকতর গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা উচিৎ। তিনি তাঁহার পুত্র সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন- একটি সাক্ষ্য আত্মার দেয়া (তাঁহার বাপ্তিস্মের সময়ে কবুতরের ন্যায়), জলের দেয়া (যখন পিতার বাণী বাপ্তিস্মে শোনা গেল) এবং রক্তের দেয়া (যখন তাঁহার মৃত্যুতে আশ্চর্য কাজ হয়েছিল)।

যীশু কে? উত্তর সম্পর্কে বাক্য কোন প্রকার সন্দেহ রাখে নাই। নতুন নিয়ম পরিষ্কার ভাবে শিক্ষা দেয় যে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। যীশুকে অবহেলা করা যায় না। তাঁহাকে অবহেলা করা মানে ঈশ্বরকে অবহেলা করা।

প্রভু হিসেবে

চতুর্থত, নতুন নিয়ম যীশুকেই "প্রভু" বলে উল্লেখ করেছে। ঈশ্বর হতে সম্পূর্ণ ক্ষমতার মাধ্যমে তিনি আমাদের সর্ব প্রধান শাসক।

মৃত্যু হতে পুনরুত্থানের পরে তাঁহার শিষ্যদের সামনে উপস্থিত হলেন, দেখালেন যে তিনি সত্যিকার মৃত্যু হতে উঠেছিলেন। যীশু তাঁহার শিষ্যদের বলেছিলেন,

> স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সেই সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি (মথি ২৮:১৮-২০)।

যীশু পিতার কাছে যাবার দশ দিন পরে, পবিত্র আত্মা শিষ্যদের উপরে দান করা হল। ঐ দিন পঞ্চাশত্তমীর দিন, পিতর বিশাল এক জন-গোষ্ঠীর সামনে কথা বলেছিলেন, যাহারা ঐ স্থানে একত্রিত

হয়েছিলেন। তিনি সেই সাক্ষ্য দিলেন যাহা প্রমাণ করে যে, যীশুই খ্রীষ্ট। তিনি তাহার প্রচার বক্তৃতার চরমে উঠলেন, তিনি তাহার শ্রোতাদের উপসংহার টানতে বলেন যে, ঈশ্বর যীশুকে উভয় "প্রভু" এবং "খ্রীষ্ট" তৈরি করলেন (প্রেরিত ২:৩৬)। কিভাবে যীশু নিজেকে অবনত করে মানব হলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য থাকলেন, পৌল যীশু সম্পর্কে এই কথা বর্ণনা দেয়ার পরে তিনি লিখেছিলেন,

> এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল— নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে" যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন (ফিলি ২:৯-১১)।

পৌল আরও লিখেছিলেন, "আর তিনি সমস্তই তাঁহার চরণের নিচে বশীভূত করিলেন, এবং তাঁহাকেই সকলের উপরে উচ্চ মস্তক করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন; সেই মণ্ডলী তাঁহার দেহ, তাঁহারই পূর্ণতাস্বরূপ, যিনি সর্ববিষয়ে সমস্তই পূরণ করেন" (ইফি ১:২২,২৩)।

নতুন নিয়ম অনুসারে যীশুর প্রভুত্ব আমাদের কাছে কি অর্থ প্রকাশ করে? সত্যিকার অর্থে ইহার অর্থ এই যে, আমাদেরকে তাঁহার কাছে সঁপে দিতে হবে। যীশু বলেছেন, "আর তোমরা কেন আমাকে হে প্রভু হে প্রভু, বলিয়া ডাক, অথচ আমি যাহা যাহা বলি, তাহা কর না?" (লূক ৬:৪৬)। তিনি আরও বলেছেন, "যাহারা আমাকে হে প্রভু হে প্রভু, বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পারিবে" (মথি ৭:২১)। আপনি খ্রীষ্টের শিক্ষায় নিজেকে সঁপে দিতে চান? দ্বিতীয়ত, ইহার অর্থ এই যে, আমাদের জীবনে খ্রীষ্টকে প্রাধান্যতা দিতে হবে। আমাদের আনুগত্যতা ও আমাদের প্রেম অবশ্যই তাঁহাকে দিতে হবে। তিনি একমাত্র প্রভু যিনি স্বর্গ কর্তৃক সম্মানিত এবং তাঁহাকে অবশ্যই একমাত্র প্রভু হিসেবে আমাদের হৃদয়ের সিংহাসনে রাখতে হবে।

কোন একজন বলেছিলেন, "প্রত্যেকের হৃদয়ে একটি ক্রুশ ও সিংহাসন আছে। যদি আমি আমাকে সিংহাসনে বসাই, তবে খ্রীষ্টকে ক্রুশে রাখতে হবে। যদি আমি খ্রীষ্টকে সিংহাসনে বসাই তবে আমাকে অবশ্যই ক্রুশে থাকতে হবে।" কেহই দুই প্রভুর অধীনে থাকতে পারে

না। যদি আপনি খ্রীষ্টের প্রভুত্বকে "হ্যাঁ" বলেন তবে আপনাকে আপনার নিজের ইচ্ছা এবং প্রত্যাশাকে "না" বলতে হবে। কেহ দুই কর্তার দাসত্ব করিতে পারে না; কেননা সে হয়তো একজনকে দ্বেষ করিবে, আর অন্যজনকে প্রেম করিবে (মথি ৬:২৪)।

নতুন নিয়ম বলেছে "যীশুই প্রভু"। ঈশ্বর তাঁহার পায়ের নীচে সবকিছু রেখেছেন। তিনি রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু।

উপসংহার

তাহলে, যীশু কে? একমাত্র পৃথিবীর সম্পূর্ণ সঠিক পুস্তক বলেছেন যে, তিনি আমাদের উদ্ধার কর্তা, খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের মনোনীত, ঈশ্বরের পুত্র, এবং আমাদের প্রভু। এটাই তাঁহার সম্পর্কে সত্য। তিনি যে কে তাহা জানতে আপনাকে আর অন্য কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে না। পবিত্র বাইবেল আমাদেরকে তাঁহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ করেছে।

যীশুর এই পৃথিবীতে আসায় পৃথিবীর এই দিনপঞ্জি বিসিতে এবং এডিতে বিভক্ত হয়েছে। মথি ২৫:৩১-৪৬ বলেছে যে, তিনি মানব জাতিকে বিভক্ত করিবেন, পাপীদের থেকে পরিত্রিতদের আলাদা করবেন। পীলাত ভেবেছিলেন যে, যীশু তাহার সামনে বিচারিত হবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু সত্যিকার অর্থে পীলাত যীশুর সামনে বিচারিত হবার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। পৃথিবীর শেষদিনে, পবিত্রগণ যীশুর দক্ষিণ পাশে এবং পাপীরা বাম পাশে দাঁড়াবেন। এই বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া আপনাকে আলাদা করবে, আপনি দক্ষিণ পাশে না বাম পাশে দাঁড়াবেন। একমাত্র তাঁহার পরিত্রাণ নিয়ে আপনি তাঁহারই দক্ষিণ পাশে দাঁড়াতে পারবেন। তিনি বলেছিলেন, "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না" (যোহন ১৪:৬)। আপনাকে হয়ত যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আসতে হবে নয়ত আপনার জন্য অনন্ত ধ্বংস অপেক্ষা করবে। তিনি এসেছিলেন যেন আমরা জীবন পাই (যোহন ১০:১০); তাঁহাকে ছাড়া আমরা অনন্ত

মৃত্যুর সাথে থাকব।

যীশু আমাদের পরিত্রাণের জন্য আহবান জানাচ্ছেন। অন্যান্য ধর্মের নেতাগণ আপনাকে তাহাদের সিস্টেম অথবা তাহাদের শিক্ষায় আহবান জানাচ্ছেন। একমাত্র যীশু, ঈশ্বরের পুত্র আপনাকে তাঁহার কাছে আসার জন্য আহবান করতে পারেন। তিনি বলেছিলেন, "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব" (মথি ১১:২৮)।

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 281 পৃষ্ঠায়)

১। উদ্ধার কর্তা শব্দটা দ্বারা কি বুঝায়?
২। যীশু কিভাবে সম্পূর্ণ একজন আলাদা উদ্ধারকর্তা?
৩। "খ্রীষ্ট" শব্দের অর্থ কি?
৪। আমরা কিভাবে জানি যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র?
৫। ১যোহন ৫:৭,৮ পদ অনুসারে আত্মা, পানি এবং রক্ত দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে?
৬। প্রেরিত ২ অধ্যায়ে পিতর তাহার শ্রোতাদের যীশু সম্পর্কে কি উপসংহারে আসতে বলেছেন?
৭। সত্যিকার ভাবে যীশুর প্রভুত্বকে আমারা কিভাবে গ্রহণ করব?

বাক্য সহায়ক শব্দাবলী

দায়ুদ নগরঃ বৈথলেহম।

ক্রুশ বিদ্ধঃ ক্রুশে ঝুলিয়ে মৃত্যু দণ্ড। রোমীয়দের ব্যবহৃত এক প্রকার শাস্তি। যীশু যদিও অপরাধহীন ছিলেন, আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন।

রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভুঃ যীশুর ও তাঁহার মহানুভবতাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি অন্য সব কিছুর ঊর্ধ্বে।

পঞ্চাশত্তমী (পঞ্চাশত্তমীর দিন): যিহূদী সপ্তাহ ব্যাপী অনুষ্ঠান, অবশ্যই এই পর্ব শস্য উৎসব হিসেবেও পরিচিত; এই হল সেই দিন যেদিন মণ্ডলী আরম্ভ হয়েছিল (প্রেরিত ২)।

আনুগত্যঃ ঈশ্বরের প্রতি এবং তাঁহার বাক্যে বাধ্য হওয়া।